ফর্সাকাকু - আমার ছোটকাকা

-অপর্ণা মিত্র (Aparna Mitra), ভাইঝি (Niece)

'এপ্রিল ফুল'! - কথাটা শুনে আসছি ছোটবেলা থেকে। মজার দিন - সবাইকে বোকা বানানোর দিন। কিন্তু, এবার ১লা এপ্রিল আমরা পুরো পরিবার যে এভাবে বোকা বনে যাবো স্বপ্নেও ভাবিনি। গত ১লা এপ্রিল, ২০২০ ফর্সাকাকু, আমার ছোটকাকা আমাদের ছেড়ে চলে গেল - সন্ধ্যা ৮-৪৫ মিনিটে। করোনার আবহে লকডাউনের জন্য গাড়ি না পাওয়ায় শেষ দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম। এ ক্ষোভ আমার এ জীবনে মিটবে না। ছোট কাকাকে ফর্সা কাকু কেন ডাকতাম সঠিকভাবে মনে নেই। তবে, রংটা ফর্সা সেজন্যই হয়তো। ফর্সা কাকুর ভালো নাম কৃষ্ণ বলদেব মিত্র। সংক্ষেপে কে.বি. মিত্র। ডাকনাম বাবু। নামের শেষে বলদেব এর উৎস জিজ্ঞাসা করায় বাপী বলেছিল - তাদের সবার নামের শেষেই বলদেব ছিল। সবাই বলদেব বিয়োগ করলেও ফর্সাকাকুর টা থেকে যায়। বাপীর তিন ভাই। ফর্সাকাকু ছোট। ছোটখাটো, ফর্সা, মঙ্গোলীয়ান ধাঁচের একজন মানুষ।সকলেরই প্রাথমিক শিক্ষা আঁটপুরে - আমাদের গ্রামের বাড়ীতে থেকে আঁটপুর স্কুলে । আমার দাদু (ঠাকুর্দা) দৈত্যকুলে "প্রহ্লাদ" ছিলেন।।জমিদারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আঁটপুরের জমিদারিতে না থেকে কলকাতায় বাস করতেন।কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরি করতেন। পাশাপাশি সার্ভেয়ারের কাজ করতেন। দাদুর রোজগার খুব ভালো ছিল। কলকাতায় দাদুর ঠিকানা ছিল বালিগঞ্জ। কিন্তু ,নাথ ব্যাংক ফেল করায় দাদু কপর্দকশূন্য হয়ে আঁটপুর ফিরে যেতে বাধ্য হন। ফলে ফর্সা কাকু ছোটবেলা থেকেই আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে বড় হয়েছে। ফর্সা কাকু রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) কল থেকে এন্ট্রান্স পাস করে এবং রেলের চাকরিতে যোগ দেয়। পোস্টিং হয় বিহারের দানাপুর । পরবর্তী কালে চারুচন্দ্র কলেজ থেকে কমার্স নিয়ে স্নাতক হয়।

বাপীদের খুব ছোট বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। ফর্সা কাকুর বয়স তখন দেড় বছর। দাদু কলকাতায় থাকার কারণে আমার ঠাকুমা কাকু আর ফর্সা কাকুকে নিয়ে তার বাবার কাছে বেলুনে থাকতেন।ঠাকুরমার মৃত্যুর পর দাদু কাকু আর ফর্সা কাকুকে নিয়ে আঁটপুরে চলে আসেন। ফর্সাকাকুকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন ওদের পিসি - মলিনা সুন্দরী দত্ত - যাকে ওরা পিনা বলে ডাকত। আমার ছোটবেলায় প্রায় প্রতিমাসেই ফর্সাকাকু আঁটপুরে আসতো - পিনার সাথে দেখা করতে- মাসের কোনো এক রবিবার। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। আত্মীয়-পরিজনদের যাতায়াতও ছিল কম। ফর্সা কাকু এলে বাড়িতে খুশির হাওয়া বইত - কত কথা, কত গল্প। আমার মামনির সাথে ফর্সাকাকুর খুব মধুর সম্পর্ক ছিল - হয়তো সমবয়সী হওয়ার কারণে।

যদিও ফর্সা কাকুর বিয়ের কথা আমার পরিষ্কার মনে নেই, আঁটপুর থেকে বিয়ে হয়েছিল এবং বর-কনে মার্টিন ট্রেনে চেপে এসেছিল বলে শুনেছি।
দিদা বলতো - ফর্সা কাকুর নাকি ভালোবাসার বিয়ে। আজ থেকে প্রায় 60 বছর আগে !!! ভাবা যায় !!! কত রোমান্টিক ছিল ফর্সাকাকু !!! কাকিমার নাম আরতি। ওদের পরিবার মানে রায়চৌধুরী পরিবারের ও বাস ছিল বালিগঞ্জে। আমাদের পরিবারের সাথে ওদের পরিবারের খুব সুসম্পর্ক ছিল।

কাকিমার প্রতি ফর্সাকাকুর আস্থা আর নির্ভরতা বুঝতে অসুবিধা হতো না। কত সময় কাকিমার বকুনি খেয়েও ফর্সা কাকুকে চুপচাপ থাকতে দেখেছি। বেলুড়ের বাড়িটাও তৈরি হয়েছিল কাকিমার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে। তরুণ বয়সে ফর্সাকাকু বাম রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিল। শুধু তাই নয় বেশ সক্রিয় ছিল। বাপি কে এই নিয়ে চিন্তা করতে দেখেছি। মামণির সাথে আলোচনা করতে দেখেছি - যদিও বাপিও সক্রিয়ভাবে বামপন্থী রাজনীতি করতো। বাপি খালি চিন্তা করত বা ভয় পেত - ফর্সাকাকুর চাকরি না চলে যায় বা জেল না হয়। পরবর্তীকালে যেকোনো কারণেই হোক, ফর্সা কাকুর মতাদর্শের পরিবর্তন হয়। এই নিয়ে আমার সাথে বা শান্তনুর সাথে অনেক তর্ক বিতর্ক ও হয়েছে। তবে শেষ দিকে, ফর্সা কাকুকে রাজনীতি নিয়ে আর কোন সক্রিয় আলোচনায় যোগ দিতে দেখিনি।

দানাপুর থেকে ফর্সাকাকুর রেলের লিলুয়া ওয়ার্কশপে পোস্টিং হয় এবং বেলুড়ে ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করে। পরবর্তীকালে, বেলুড়ে নিজের বাড়ি তৈরি করে। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার পর আমি ফর্সা কাকুর সাথে কলকাতায় ন কাকুর বাড়ি গিয়েছিলাম - জয়েন্ট পরীক্ষা দেবার জন্য। এরপরও বহুবার বেলুড়ের বাড়িতে গিয়েছি এবং থেকেছি। সেই সময় ফর্সা কাকু অনেক টিউশন করত এবং শিক্ষক হিসেবে ভালোই সুনাম অর্জন করেছিল।আমাদের পরিবারের ধারা কিনা জানিনা ফর্সা কাকুর মধ্যেও একটা একগুঁয়ে বা জেদি ভাবছিল যাকে শুদ্ধ ভাষায় বলে মানসিক দৃঢ়তা। তাই, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে বড় হয়েও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে অসুবিধা হয়নি এবং জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ফর্সাকাকু খুব সাবলীল ছিল। বাপির সাথে মানসিক দূরত্ব থাকলেও ফর্সা কাকুর সাথে আমি খুব সাবলীল ছিলাম। বাড়ির জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ফর্সা কাকুকে পাশে পেয়েছি। বিশেষতঃ, আমার বিয়ের সময় যখন সব সামাজিক নিয়ম ভেঙে বিয়ে করেছিলাম।

ফর্সা কাকুর গলার স্বর এর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সবসময়ই মনে হতো কথার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম হাসির আভাস মিশে আছে। বহুবার এমনকি তর্কবিতর্কের সময়ও গলার স্বরের বা অভিব্যক্তির

পরিবর্তন হতে দেখিনি। ফর্সাকাকুর দুই ছেলে – ঝামেলা (কৃশাণু) ও পাপু (কৌস্তুভ), দুই পুত্রবধূ - বুবাই (ববিতা) ও তনিমা, দুই নাতি ফুচাই (কুন্দনীভ) আর ঋজু (ক্ষৌনিষ) আর এক নাতনী তিতির(কাজরী)। ঝামেলা, পাপু এবং ফুচাইয়ের পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিশেষত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ফর্সাকাকুর বিশাল প্রভাব ছিল।ঋজু আর তিতির সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।
ফর্সাকাকু একজন ছোটখাটো মিস্ত্রি ছিল। কাকিমা বলতো - বিশ্বকর্মা। যখনই গেছি খুটখাট, ঠুকঠাক লেগেই আছে - তা সে কাঠের কাজ, বিদ্যুৎ লাইনের কাজ বা জলের লাইনের কাজ - যাই হোক না কেন। বাড়িতে ছোটখাটো কাজের জন্য মিস্ত্রির প্রয়োজন হতো না।

আমার সাথে মাঝে মাঝে ফোনে কথা হতো। কাকিমার সাথে আমার নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ ছিল। অনেক সময় ফর্সা কাকু ফোনটা ধরতো। একবার তো ফর্সাকাকুর মোবাইল থেকে আমার ফোনে হঠাৎ ফোন এলো। বলল আজই টকটাইম শেষ হয়ে যাবে তাই তোকে ফোন করছি। খুব খুশি হয়েছিলাম। বেশ কিছুদিন ধরে শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছিল, তবুও অসুস্থতাকে তার মনে কোন প্রভাব ফেলতে দেখেনি। সবসময়ই বলতো - আমি ঠিক আছি, তোর কাকিমা ঠিক নেই। বুঝতে পারতাম - কাকিমার অসুস্থতা তার এক বিরাট দুশ্চিন্তার কারণ।
আমার মামনির ইচ্ছা অনুসারে তাঁর মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধ শান্তি কিছুই হয়নি। ফর্সাকাকু শুনে বলেছিল - বৌদি পথ দেখিয়ে গেছে। এই উক্তি তার প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচয় দেয়।
ফর্সাকাকুর সাথে আমার শেষ দেখা জানুয়ারি মাসে - সোফা থেকে পড়ে গিয়ে চোখে চোট লেগেছিল। আমার বিজ্ঞ ভাইরা আমাকে খবর দেয়নি। খবর পেয়ে আমি আর রিণু দেখতে গিয়েছিলাম। তখন অনেকটাই সেরে উঠেছে। এবারও, মূত্রে রক্তক্ষরণের কারণে ফর্সাকাকু হাসপাতালে ভর্তি আমি জানতেই পারি নি। যথারীতি, আমার বিজ্ঞ ভাইরা আমাকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। প্রথম জানলাম রিণুর কাছে 'জনতা কারফিউ' র দিন ২২শে মার্চ। ঐদিন রিণুর ননদ অসুস্থ হয়ে একই হাসপাতালে ভর্তি হয়। ২৪শে মার্চ আলপনা দি মারা গেল আর ফর্সা কাকুর অপারেশন হল। তখন 'লকডাউন' চালু হয়ে গেছে অতএব যেতে পারলাম না। দিব্যি সুস্থ হয়ে উঠছিল - ১লা এপ্রিল বাড়ি ও ফিরল- কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।
জীবিত অবস্থায় বা শেষকৃত্যের সময় ফর্সাকাকুর সাথে আমার না দেখা হওয়ার ক্ষোভটা সারা জীবন থাকবে ।

ফর্সাকাকু এভাবে হঠাৎ চলে যাবে কোনদিনও ভাবিনি। আমাদের পরিবারে ৮৫-৮৬ বছর বয়স কোন বয়সই নয়। কাকু গত ডিসেম্বরের ২০ তারিখে চলে গেল ৯৩ বছর বয়সে, বাপির এখন ৯৭

চলছে। ২০১৮ সালের ১৪ই এপ্রিল মামণি চলে গেল। আজ ঠিক দু বছর পূর্ণ হল। কাকু চলে যাবার পর তিন মাস ২৫ দিন আর আর ফর্সাকাকু চলে যাবার পর ১৪দিন। "একে একে নিভিছে দেউটি" । 'লকডাউনের' এই গৃহবন্দী দিনগুলো তে মাঝে মাঝে ভীষণ বিষণ্ন লাগে - স্বজন হারানো বেদনার সাথে সাথে শেষকৃত্যে সামিল হতে না-পাওয়ার অসহায়তায়।